বনফুল

অভীক মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

ভূমিকা

প্রতিদিন একটা মানুষের জীবনে অন্তত বিশ তিরিশটা করে অণুগল্পের সম্ভাবনা জন্ম নেয় এবং মরেও। কারণ সব ঘটনা সমানভাবে গুরুত্ব বা পুষ্টি পায় না। এই ঘটনাটা এমন হলে এই ঘটতে পারত এ-কথাটা না-ভাবাই এই অপমৃত্যুর প্রধান কারণ। আমি মোটামুটিভাবে দেখা ঘটনা দিয়েই গল্পগুলো বুনেছি। তবে হ্যাঁ, গল্পগুলোর কাঠামোতে মাটি দেওয়ার আগে আমাকে অজস্র অণুগল্প পড়ে মাটির উপাদানগুলো বুঝে নিতে হয়েছে। বনফুলকে পড়েছি, অগুণতি লিটল ম্যাগের লেখা পড়েছি, স্বপ্নময় চক্রবর্তীকে অনুসরণ করেছি।

অণুগল্প নিয়ে প্রকাশকদের উৎসাহ কম থাকে, কিন্তু ভালোলাগার বিষয় হল এই বইটি দু-দুবার দু-দুজন পৃথক প্রকাশকের নজর কেড়েছে। প্রথমে বইটি 'ট্রামলাইন বুকস ইন্ডিয়া' থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। তার জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। এবার এই বইটি নবরূপে (এক্ষেত্রে দ্বিতীয় সংস্করণ বলা চলে, কারণ নব কলেবরে একটু গায়েগতরে পুষ্ট হয়ে ফিরছে) আসছে 'বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন'-এর ঘর থেকে। আমার কৃতজ্ঞতা জানাই এক্ষেত্রেও। এবার পাঠকের কাছে শেষ কথাটা পাড়ি। যদি এই বইয়ের একটাও অণুগল্প আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তবে তার কৃতিত্ব আমার প্রকাশকের প্রাপ্য। আমি তো নিমিত্ত মাত্র।

অভীক মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

আব্বাহুজুর ১১
অবোধ ১৩
অনন্ত সাধনা ১৫
অনাথজননী ১৬
অন্ধ রাজা ১৮
নজর ১৯
অংশ ২০
অর্ধনারী ২১
বাচ্চাটা হারিয়ে গেছে ২৩
বাহাদুর ২৪
ব্যাচমেট ২৫
ভগবান ২৬
ভারতমাতা ২৭
অনাচার ২৯
ভুলো ৩০
বীরাঙ্গনা ৩১
বন্ধু ৩২
বর্ডার ৩৩
বউমা কিংবা বৃষ্টি ৩৪
বুদ্ধ এবং বন্দুক ৩৫
চরিত্রহীন ৩৬
চেনাশোনা ৩৭
চিঠি ৩৮
প্রিয় অনামিকা ৩৯
ছোটোলোক ৪১
সিভিক সেন্স ৪২
দাগ ৪৩
দয়াবান ৪৪
ডেমো পিস ৪৭
দেওয়াল ৪৮
দেবী দুর্গা ৪৯

সূচীপত্র

ধোঁয়া ৫০
ধুম্মা ৫১
ডায়েরি ৫৩
ড্রসোফিলা এবং মেন্ডেলের কড়াইশুঁটি ৫৪
একমুঠো রজনীগন্ধা ৫৬
একটি গল্পের পেছনের গল্প ৫৭
গন্ধসার ৫৯
গঙ্গা তুমি ৬০
গর্ব ৬১
গর্ত ৬২
ঈশ্বরের বাসা ৬৩
ইতিহাস ৬৪
জাদু ৬৫
জাদুকরী ৬৬
জ্বালানী ৬৭
কাঁধ ৬৮
কাপালিক ৬৯
ক্ষতিপূরণ ৭১
কিন্নরদল ৭২
লাইসেন্স ৭৩
লোভ ৭৪
লুট ৭৫
মাদী ৭৬
মাংস ৭৭
মাৎস্যন্যায় ৭৮
মাদার ইন্ডিয়া ৭৯
মুক্তি ৮০
নিহত গোলাপ ৮১
নীতিশাস্ত্র ৮২
নোটিফিকেশন ৮৩
পিতৃহন্তা ৮৪

সূচীপত্র

পরীলোক ৮৬
রাণার তলোয়ার ৮৭
রুটি ৮৮
সাঁতারু ৮৯
সরস্বতীর আসন যেথা ৯০
সত্য ঘটনা অবলম্বনে ৯১
শান্তিময় ৯২
শনাক্তকরণ ৯৪
শরীর ৯৬
সনাতনের বিজয়দিবস ৯৭
সুখ ৯৯
স্বপ্নদোষ ১০০
তাজ ১০১
তারণহার ১০২
গুরু ১০৩
অক্ষম ১০৫
রক্ত ১০৬
চোর ১০৮
ফীজ ১১০
একশো চুয়াল্লিশ ধারা ১১১
ইজ্জত ১১২
পরিভাষা ১১৩
আফটার শক ১১৪
আমি অক্ষয়কুমার, আর ও মমতা কুলকর্নি ১১৬
বিশ্বাস ১১৮
দানা আর গুলি ১১৯
লিপ ইয়ার ১২০
মায়ের দয়া ১২১
সাদেক আলির দয়ার শরীর ১২৩
সাধনা ১২৫
স্রষ্টা ১২৮

আব্বা-হুজুর

আগ্রার শাহবুর্জে কয়েদ শাহজাহান রোজ ঝরোখার আড়াল থেকে তাজমহল দেখেন। তাজমহল তাঁর কাছে কেবল একটা মহল নয়, মহলের থেকে অনেক বেশি কিছু। তাজমহলের সফেদ গায়ে তিনি সেই হুসনাকে দেখতে পান, যে কুড়ি বছর আগে তাঁর পন্দ্রওয়া বাচ্চার জন্ম দিতে গিয়ে খোদার পেয়ারি হয়ে গেছে।

উফ মুমতাজ!

কয়েদি হবার পর থেকে শাহজাহান বেটা আওরেঙ্গজেবকে কম-সে-কম শ'বার খবর পাঠিয়েছেন, যে তাঁকে শাহবুর্জের বদলে তাজমহলে কয়েদ করে রাখা হোক। যাতে শেষ জীবনটা অন্তত মুমতাজের কবরের পাশে বসে কাটাতে পারেন।

হায় খোদা! বাপ চাইলেও বেটা নারাজ। আখির আওরেঙ্গজেব তো আওরেঙ্গজেবই।

এক বিকাল শেষ। ম্লান আলোয় কবুতরের দল বাসায় ফিরছে। তাজমহলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা শাহের তন্দ্রা ভাঙল সিপাহীর কণ্ঠস্বরে।

সিপাহীরা শাহজাহানকে তাচ্ছিল্য করে। ব্যঙ্গ করে এখনও 'আলমপনা' বলে ডাকে।

"আলমপনা, বাদশাহ আলমগীর আপনার জন্য তোফা পাঠিয়েছেন। কবুল হো!"

বৃদ্ধ শাহজাহান আশ্চর্যচকিত হলেন। সিপাহীর হাতে মখমলের কাপড়ে ঢাকা একটা থালা।

কম্পিত হাতে বৃদ্ধ থালা থেকে কাপড় সরালেন। থালার দিকে নজর পড়তেই তাঁর কণ্ঠ থেকে চিখ্ বেরিয়ে এল, "ইয়া আল্লাহ্!" শাহজাহান বেহুঁশ হয়ে পড়লেন।

থালায় শাহজাহানের সবথেকে বড়া বেটা... সবসে জিগরি বেটা দারা শিকোহ-র কাটা মাথা রাখা। তামাম দুনিয়ার সব ধর্মের সমস্ত ধর্মগ্রন্থের জ্ঞাতা, উপনিষদের ভক্ত, সন্ত শাসক দারার মাথা। সেই দারা, যাকে দিল্লির আবাম নিজের নয়নের মণি বলে ভাবে।

অবোধ

ভগবান আমার চিঠির উত্তর দেয়নি। আর না হলে চিঠিটা পৌঁছায়নি। কারণ কী হতে পারে কে জানে? রাহুলের কথামতো আমি চিঠির খামে ডাকটিকিট লাগিয়েছি। থুতু দিয়ে লাগাইনি, আঠা দিয়েছি, না হলে পাপ হবে। রাহুল বলেছিল, পাঁচ টাকার টিকিট দিলেই চলবে, কিন্তু আমি দশ টাকার দিলাম। ভগবান অনেক দূরে থাকে, মাম্মি বলে।

রাহুল অবশ্য বলেছে পোস্টম্যান আঙ্কেল মুসলমান। খামে ভগবানের অ্যাড্রেস পড়ে ছিঁড়ে দিতে পারে। হয়ত ছিঁড়েও দিয়েছে, কে জানে? কিন্তু পোস্টম্যান আঙ্কেলের তাতে কী লাভ? আমার তো আঙ্কেলকে বেশ ভালোই লাগে। গতবছর দুর্গাপুজোর সময় পাপ্পা মিষ্টি খাওয়ার টাকা দিতে গেল, হেসে বলল, "এটা আমার ডিউটি।"

পোস্টম্যান আঙ্কেল সত্যি সত্যিই যদি ছিঁড়ে ফেলেও দেয়, তা হলে আমি ঠাম্মিকে দিয়ে চিঠি পাঠাব। মাম্মি ঠাম্মির সঙ্গে ঝগড়া করে, তাই ঠাম্মি মাঝে মধ্যেই বলে - ভগবানের কাছে চলে যাবে। সে যায় যাক, চিঠিটা যেন নিয়ে যায়।

রাহুল বলে, চিঠির খামের উপর 'ওম' লিখে দিলে পোস্টম্যান আঙ্কেল ভয় পেয়ে যাবে। তাহলে ছিঁড়ে ফেলে দেবে না। বুঝতে পারি না। ওকে জিজ্ঞেস করি 'ওম'-এ কী আছে? ও নিজেও জানে না, শুনেছে। শুনে শুনে বলে।

আমার চিঠি ভগবানের হাতে যাওয়া খুব দরকার। আমি ভগবানকে লিখেছি তিন-চার দিনের মধ্যে বৃষ্টি পাঠাও। এই গরমে স্কুলে যেতে পারছি না। স্কুলে গেলেই হোমওয়ার্ক মেলে। বৃষ্টি কবে মিলবে?

বৃষ্টি আমার ভালো লাগে। কাগজের নৌকো বানাই। কাঠি দিয়ে তাতে পিঁপড়ে বসিয়ে রাস্তায় বইতে থাকা বৃষ্টির জলে ছেড়ে দিই। কাঠি দিয়ে পিঁপড়ে না তুললে হাতে কামড়ে দেয়। তবে নৌকোটা শেষ অবধি ডুবে যায়। মন